

উসূলুল ঈমান

(ইসলামের মৌলিক আকীদা ও আনুষঙ্গিক
বিষয়াদি)

খণ্ড-২

ঈমান-পরিপত্তি বিষয়সমূহ : কুফর, শিরক ও নিফাক

ড. আহমদ আলী



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

নাওয়াকিদুল ঈমান

এক. কুফরে আকবর (জঘন্যতর কুফর)	২০
● কুফরে আকবরের হুকুম ও পরিণতি	২২
● কুফরে আকবরের প্রকারভেদ	২৩
● তাকফীর (কাউকে কাফির বলে অভিযুক্ত করা)	২৯
দুই. নিফাকে আকবর (জঘন্যতর নিফাক)	৩৩
● নিফাকে আকবরের পরিচয় ও হুকুম	৩৩
● নিফাকে আকবরের নানা নিদর্শন ও মুনাফিকদের চরিত্র	৩৬
● মুনাফিকদের কাফির ফাতওয়া দান প্রসঙ্গ	৪৪
তিন. শিরকে আকবর (জঘন্যতর শিরক)	৪৭
● শিরকে আকবরের পরিচয়	৪৭
● কুফর ও শিরক : সম্পর্ক	৫০
● শিরকে আকবরের হুকুম ও ভয়াবহতা	৫১
● শিরকের প্রধান প্রধান কারণ ও পটভূমিকা	৫৫
● মুসলিম সমাজে শিরকের প্রাদুর্ভাব	৬৫
শিরক আকবরের প্রকারভেদ ও নানা প্রকাশ	৭০
এক. বিশ্বাসগত	
● আল্লাহর যাতের মধ্যে কাউকে শরীক মনে করা	৭১
● আল্লাহ ব্যতীত কাউকে জগতের নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক মনে করা	৭৫
● আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মৌলিক আইন ও বিধানদাতা মনে করা	৭৮
● আল্লাহ ব্যতীত কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মনে করা	৮৫
● আল্লাহ ব্যতীত কাউকে হিদায়াতের মালিক মনে করা	৯০
● গুণে ও বৈশিষ্ট্যে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা শরীক মনে করা	৯৪
দুই. কর্মগত	
● গায়রুল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য ও দাসত্ব	৯৭

● মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের সঠিক পন্থা	১০২
● গায়রুল্লাহর ওপর নির্ভরতা	১০৭
● গায়রুল্লাহর প্রতি অলৌকিক আশা	১১১
● গায়রুল্লাহর প্রতি অলৌকিক ভয়	১১৩
● গায়রুল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা	১২০
● গায়রুল্লাহর জন্য মান্নত করা	১২৮
● আল্লাহ ছাড়া অপর কারও নামে জবাই, কুরবানী করা	১৩৬
● জাদু করা	১৪১

তিন. বাচনিক

● গায়রুল্লাহর নিকট দু'আ করা	১৪৩
● গায়রুল্লাহর নিকট অলৌকিক সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা	১৪৭
● গায়রুল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	১৬০

শিরকের দিকে ধাবিতকারী বিষয়সমূহ

এক. পুণ্যবান লোকদের শানে বাড়াবাড়ি

● তাওয়াসসুল	১৬৩
● ওসিলার অর্থ	১৬৫
● ওসিলাবিষয়ক বিকৃত ধারণা	১৭০
● ওসিলা দিয়ে দু'আ করার হুকুম	১৭৪

দুই. কবরকেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি

● কবরকে মসজিদে পরিণত করা	১৯৫
● কবর পাকা করা	১৯৮
● কবরের ওপর সৌধ, গম্বুজ নির্মাণ করা	২০০
● কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর প্রসঙ্গ	২১৬
● কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করা	২২২

তিন. মুশরিক ও আহলে কিতাবের সাদৃশ্য অবলম্বন

চার. ছবি অঙ্কন, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণ	২৩৩
--	-----

পাঁচ. শিরকের আমেজমিশ্রিত শব্দাবলি উচ্চারণ	২৩৮
---	-----

ছয়. শিরকের আমেজমিশ্রিত কর্মসমূহ	২৩৮
----------------------------------	-----

এক. কুফরে আসগর

- কুফরে আসগরের পরিচয় ও হুকুম ২৩৯
- কুফরে আসগরের প্রকারভেদ ২৪০

দুই. নিফাকে আসগর (ক্ষুদ্রতর কপটতা)

- নিফাকে আসগরের পরিচয় ও হুকুম ২৪৫
- নিফাকে আকবার ও নিফাকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য ২৪৭
- নিফাকে আসগরে নানা নিদর্শন ও প্রকাশ ২৪৮

তিন. শিরকে আসগর

- শিরকে আসগরের পরিচয় ও হুকুম ২৫০
- শিরকে আকবার ও শিরকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য ২৫১
- শিরকে আসগরের প্রকারভেদ ২৫৪

ক. খফী (অপ্রকাশ্য)

- প্রদর্শনেচ্ছা ২৫৪
- পার্থিব স্বার্থ চিন্তা ২৫৬
- উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভরতা ২৬০
- অশুভ, অযাত্রায় ও কুলক্ষণে বিশ্বাস করা ২৬২
- রোগের সংক্রমণবিষয়ক বিশ্বাস প্রসঙ্গ ২৬৪

খ. যাহির (প্রকাশ্য)

খ.১. কর্মগত

- গায়রুল্লাহকে সম্মানসূচক সাজদা করা ২৬৯
- শিরকী ঝাড়ফুক ২৭৪
- আংটি, বালা, তাগা-সুতা, তাবিজ-কবজ ব্যবহার করা ২৭৮
- গাছ, পাথর, স্তম্ভ, স্থান ও বস্তু থেকে বরকত লাভের চেষ্টা করা ২৮৬
- ভাগ্যগণনা ২৯৬

খ. ২. বাচনিক

- আল্লাহ ছাড়া অপর কারও নামে শপথ করা ৩০২
- আল্লাহর সমকক্ষতাজ্ঞাপক কথা বলা ৩০৩
- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে একই সর্বনামের মধ্যে যুক্ত করা ৩০৯
- নক্ষত্ররাজির দিকে বৃষ্টি বর্ষণের নিসবত করা ৩১০
- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ব্যক্তির প্রতি নিয়ামতের নিসবত করা ৩১২

• যুগকে গালি দেওয়া	৩১৮
• বাতাসকে গালি দেওয়া	৩১৭
• কৃতকর্মের ব্যাপারে তাকদীরের ওপর আক্ষেপ করা	৩২০
• কাউকে শাহানশাহ, রাজাধিরাজ ও মহাবিচারক বলা	৩২২
• কাউকে রক্ষ বা আবদ বলে সম্বোধন করা	৩২৫
• আল্লাহ ছাড়া অপর কারও প্রতি ‘আব্দ’ শব্দের সম্বন্ধ স্থাপন করা	৩২৬

নাওয়াকিদুল ঈমান

‘নাওয়াকিদ’ (نواقض) শব্দটি ‘নাকিদাহ’ (ناقضة)-এর বহুবচন। এর অর্থ ভঙ্গকারী, বিধ্বংসী। ‘নাওয়াকিদুল ঈমান’ বলতে ঈমানবিধ্বংসী এমন সব চিন্তা-বিশ্বাস বা কার্যকলাপকে বোঝানো হয়, যাতে কেউ লিপ্ত হলে তার আর ঈমান থাকে না, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং পুরোই কাফিরে পরিণত হয়। অজু ভেঙে যাবার কারণ পাওয়া গেলে যেমন অজু ভেঙে যায়, তদ্রূপ ঈমান ভঙ্গ হবার কারণ পাওয়া গেলে ঈমানও ভেঙে যায়। উল্লেখ্য যে, অজু সম্পন্ন হওয়ার জন্য অজুর সব ফরজ পালন জরুরি; কিন্তু তা ভাঙার জন্য সব কটি কারণ একসাথে পাওয়া জরুরি নয়, যেকোনো একটি কারণ দ্বারাই অজু ভেঙে যায়। অনুরূপভাবে মুমিন হবার জন্য ঈমানের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সকল বিষয় পাওয়া জরুরি; কিন্তু তা ভঙ্গের জন্য ঈমানের সকল বিষয় অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা জরুরি নয়, যেকোনো একটি ঈমান ভঙ্গের কারণ পাওয়া গেলে ঈমান ভেঙে যায়।

ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো তিন প্রকারে বিভক্ত : এক. কুফরে আকবর (জঘন্যতর কুফর), দুই. নিফাকে আকবর (জঘন্যতর নিফাক) ও তিন. শিরকে আকবর (জঘন্যতর শিরক)।

এক. কুফরে আকবর (জঘন্যতর কুফর)

‘কুফর’-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গোপন করা (الستر), আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা (التغطية)।^১ এ অর্থের নিরিখে রাত, কৃষক^২, জমি, সমুদ্র, মেঘ ও অস্ত্রধারী প্রভৃতি যেহেতু কোনো না কোনো বস্তুকে গোপন করে কিংবা আবৃত করে, তাই এগুলোকেও ‘কাফির’ বলা হয়।^৩ তবে এটি আভিধানিকভাবে ‘শোকর’ (কৃতজ্ঞতা)-এর বিপরীত শব্দরূপে বহুল প্রচলিত। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায়—কারও অবদান অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা (جحود النعمة والإحسان)। একে ‘কুফর’ বলার কারণ হলো, এতে অবদানকারীর অবদান গোপন করা হয়। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে—

^১ যেমন : কবি লবীদ ইবনু রাবী‘আহ (রা.) বলেন, في ليلة كفر النجوم غمامها (এক (মেঘাচ্ছন্ন) রজনিতে মেঘমালা তারকারাশিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে।) (লবীদ, দিওয়ান, পৃষ্ঠা-১০২) এখানে كفر শব্দটি আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

^২ যেমন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, (كمثل غيث اعجب الكفار نباته) —“তা বৃষ্টি সদৃশ, যার (উৎপাদিত) ফসল কৃষকদের মনকে খুশিতে ভরে দেয়।” (আল-কুরআন, ৫৭ : ২০) এ আয়াতে উল্লিখিত ‘কুফফার’ শব্দ ‘কাফির’-এর বহুবচন। এটি এখানে কৃষক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

^৩ বিস্তারিতের জন্য দেখুন, কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৮৩-৪।

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ-

“তোমরা আমার (নিয়ামতরাজির) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।”^৪

শরিয়াতে ‘কুফর’ শব্দটি ঈমানের বিপরীত পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ‘কুফর’ বলতে বোঝানো হয়, যে সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনা ফরজ—এ ধরনের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা কিংবা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না নেওয়া। বিশিষ্ট মুফাস্সির আবুস সাউদ ও ইবনু আশুর (রাহ.) প্রমুখ বলেন—

إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به-

“(কুফর হলো) এমন সব বিষয় অস্বীকার করা, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) (আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে) নিয়ে এসেছেন বলে প্রকাশ্যত জানা যায়।”^৫

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সংজ্ঞায় ضرورة শব্দটি نظر-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনের যেসব বিষয় জানার জন্য চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে না; বরং তা এতই প্রসিদ্ধ যে, সর্বসাধারণ তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানে।^৬ যেমন : আল্লাহর একত্ব; সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ ফরজ হওয়া; যিনা, মদ হারাম হওয়া প্রভৃতি।

মোটকথা, ঈমানের মূলকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় শিক্ষা ও নির্দেশনাকে মনেপ্রাণে সত্য বলে গ্রহণ করে নেওয়া, যা তিনি ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, কুফর হলো ওইরূপ অকাট্য বিষয়গুলো অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা কিংবা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না নেওয়া। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর প্রকাশ্য ও অকাট্য শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলো কিংবা তন্মধ্যে যেকোনো একটিকে অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে কিংবা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না নেয়, সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। কারণ, সে আল্লাহর একজন চরম অকৃতজ্ঞ গোলাম, যে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতরাজি অহর্নিশ ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ সে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলার কোনো গরজ অনুভব করছে না।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসে অনেক বড়ো বড়ো পাপকর্মকেও ‘কুফর’ বলা হয়েছে। এর কারণ যতটুকু আমরা বুঝতে পারি, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের দাবি হলো, পাপ ও অবাধ্যতা বর্জন করা; ঈমানের সাথে পাপের সহাবস্থান মোটের ওপর কাম্য নয়। স্মর্তব্য যে, ঈমানের ঘাটতি ব্যতীত কেউ বড়ো কোনো পাপে লিপ্ত হতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলার প্রতি, তাঁর সিফাতের প্রতি, পরকালের প্রতি, পরকালের ভয়াবহ শাস্তি ও সুমহান পুরস্কারের প্রতি কারও পরিপূর্ণ ঈমান থাকলে

^৪ আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৫২।

^৫ আবুস সাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-৩৫; ইবনু আশুর, আত-তাহরীর.., খ. ১, পৃষ্ঠা-২৪৯

^৬ বিশিষ্ট হানাফী ইমামগণের মতে, দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো অস্বীকার করাই কুফর। তাঁরা এক্ষেত্রে বিষয়গুলো সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার শর্তারোপ করেননি। (আলুসী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১২১)

^৭ যেমন : আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহের বাইরে গিয়ে ফয়সালা করা, মুসলিম ভাইদের সাথে হানাহানিতে লিপ্ত হওয়া, আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নামে শপথ করা প্রভৃতি।

সে বড়ো কোনো পাপে লিপ্ত হতে পারে না। বড়ো কোনো পাপে লিপ্ত হওয়া তার ঈমানের ঘাটতি বা অপূর্ণতার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। তবে এরূপ ঘাটতি বা অপূর্ণতা যে যাবৎ পূর্ণ অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতিতে পরিণত না হয়, ততক্ষণ একে ‘কুফরে আসগর’ (ক্ষুদ্রতর কুফর) বা ‘কুফরে আমলী’ (ব্যাবহারিক কুফর) বলে অভিহিত করা হয়। আর যখনই এ পাপগুলোর সাথে পূর্ণ অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতি যুক্ত হবে, তখন একে ‘কুফরে আকবর’ (জঘন্যতর কুফর) বা ‘কুফরে ইতিকাদী’ (বিশ্বাসগত কুফর) নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আলিমগণের অভিমত হলো—কুরআন ও হাদীসে কুফররূপে চিহ্নিত পাপগুলো জঘন্য; তবে যদি কেউ পাপ ও নিষিদ্ধ জেনে নাফস বা শয়তানের প্ররোচনায় অথবা জাগতিক কোনো স্বার্থে সেসব পাপে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে এজন্য অপরাধী মনে করে, তবে সে পাপী মুমিন বলে গণ্য হবে; কাফিররূপে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে এরূপ কোনো নিষিদ্ধ কাজ বৈধ মনে করে অথবা তা বর্জন করা ঐচ্ছিক মনে করে বা এতৎসংক্রান্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করে চলা কোনো যুগের জন্য অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে অথবা অন্য কোনো ধর্ম বা আইনের বিধানকে এর চেয়ে অধিকতর উপযোগী ও কল্যাণকর মনে করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

● কুফরে আকবরের হুকুম ও পরিণতি

‘কুফরে আকবর’ আল্লাহ তা‘আলার সাথে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল এবং চরম জঘন্য অপরাধ। এ প্রকারের কুফরে জড়িত ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডিবহির্ভূত; কাফির। এরূপ ব্যক্তি যদি সত্যিকারভাবে ঈমান গ্রহণ ছাড়াই মারা যায়, তবে সে আখিরাতে তার কুফরীর শাস্তিরূপে জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে এবং দুনিয়ার জীবনে কোনো সুকৃতি করে থাকলেও তার কোনো পুরস্কার পাবে না। অধিকন্তু, কিয়ামতের দিন কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশও তার কোনো উপকারে আসবে না।

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়াতে কাফিরদের দুটি শ্রেণি রয়েছে :

এক. মূলগত কাফির বা অমুসলিম, যারা আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেমন : প্রকৃতি ও জড়বাদী নাস্তিক, অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী; যেমন : ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভৃতি। কুরআন ও হাদীস থেকে এ জাতীয় কাফিরদের কুফরের কথা স্পষ্টভাবে জানা যায়। মুসলিমদের কর্তব্য হলো, এসব কাফিরকে ইসলামের প্রতি নিরন্তর দাওয়াত জানানো। যদি তারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে তারা সাধারণত মুসলিমদের প্রতিপক্ষরূপে গণ্য হবে। তাদের ব্যাপারে বিধান হলো—যদি মুসলমানদের প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য থাকে এবং তারা ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক (ذمي) অথবা শান্তি-চুক্তিবদ্ধ (معاهد) বা নিরাপত্তা-আশ্রিত (مستأمن) না হয়, উপরন্তু ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা, যে যাবৎ না তারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়^৮ অথবা জিজিয়া দান করত মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

^৮ তবে এক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে :

ক. রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন,
খ. রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া,
গ. সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-

“যাদের ইতঃপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম (বলে স্বীকার করে) না, (সর্বোপরি) যারা সত্য দীনকে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যে যাবৎ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।”^৯

উপরিউক্ত আয়াতে কেবল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করা হলেও এ বিধান সকল অমুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য হবে।

দুই. যারা ঐতিহ্যসূত্রে মুসলিম; কিন্তু প্রকাশ্যে ঈমানবিধ্বংসী বিশ্বাস কিংবা কার্যকলাপে জড়িত। যেমন : কাদিয়ানী, চরমপন্থি বাতিনী সম্প্রদায় এবং ইসলামবিদ্বেষী বহুবাদী প্রভৃতি। এরা মুরতাদ (ইসলাম থেকে বিচ্যুত), কাফির। এদের জন্য ইরতিদাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।^{১০}

● কুফরে আকবরের প্রকারভেদ

কেউ কেউ কুফরে আকবরকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন।^{১১} যেমন—

১. الإِنْكَار (প্রত্যাখ্যানমূলক কুফর) : আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকার কারণে মনেও আল্লাহ তা‘আলাকে স্বীকার না করা এবং মুখেও স্বীকার না করা।^{১২} যেমন : প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিকদের কুফর। অনুরূপভাবে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকার কারণে মনে ও মুখে তাঁর একত্ব অস্বীকার করা। মক্কার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় এ ধরনের কাফিররাই বেশি বিদ্যমান ছিল, যাদের আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে কোনো যথার্থ জ্ঞান ছিল না। ফলে যেমন তারা মনে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করত, তেমনি মুখেও তা স্বীকার করত না। এ জাতীয় কাফিরদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ-

ঘ. কেবল সামরিক ব্যক্তিদেরকেই আঘাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা।

^৯ আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবা) : ৩৯।

^{১০} ইরতিদাদের বিস্তারিত বিধান জানার জন্য পড়ুন, আমার প্রণীত ইসলামের শাস্তি আইন, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৮৩-২১৫।

^{১১} সাম‘আনী, আত-তাফসীর, খ. ১, পৃষ্ঠা-৪৫; বাগাভী, মা‘লিমুত তানযীল, খ. ১, পৃষ্ঠা-৬৪; ইবনু ‘আদিল, আল-লুবাব..., খ. ১, পৃষ্ঠা-৩১৫।

^{১২} কেউ কেউ এ প্রকারের কুফরকে كفر الجهل والتكذيب (অজ্ঞতা ও মিথ্যা প্রতিপন্নকরণমূলক কুফর) নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কোনো মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর নিকট থেকে আগত হককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে? জাহান্নামের মধ্যেই কি (এ) কাফিরদের ঠিকানা নয়?”^{১৩}

২. **كفر الجحود** (অস্বীকৃতিমূলক কুফর) : মনে মনে আল্লাহকে স্বীকার করা; কিন্তু মুখে স্বীকৃতি না দেওয়া। এ অর্থে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ-

“কিন্তু আজ যখন তাদের কাছে আগমন করল এমন বিষয়, যা তারা আগে থেকে জানত, তখন তা অস্বীকার করল।”^{১৪}

এ আয়াতে কুফর দ্বারা এরূপ কুফরই উদ্দেশ্য। মক্কার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় এ ধরনের অনেক কাফিরও বিদ্যমান ছিল। যেমন : কবি উমাইয়া ইবনু আবিস সাল্ত। বর্তমানেও এ ধরনের অনেক কাফির রয়েছে, যারা মনে আল্লাহ ও তাঁর দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু প্রকাশ্যে মুখে তা স্বীকৃতি দেয় না।

৩. **كفر المعاندة** (ঔদ্ধত্যমূলক কুফর) : মনেও আল্লাহকে স্বীকার করা এবং মুখেও তাঁর স্বীকৃতি দান করা; কিন্তু বিদ্বেষবশত বা স্বার্থবশত অথবা তিরস্কারের ভয়ে তাঁর প্রদত্ত দীন ও শরিয়াতকে মনেপ্রাণে গ্রহণ না করা। মক্কার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় এ ধরনের অনেক কাফিরও বিদ্যমান ছিল। যেমন : আবু জাহল ও তার মতো অনেকেই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবও এ ধরনের কাফির ছিলেন। তিনি মক্কার কাফিরদের তিরস্কারের ভয়ে আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন—

من خير أديان البرية ديناً.. عرضت ديناً قد عرفت بأنه
لوجدتني سبحاً بذاك مبيناً لولا الملامة أو حذار مسبة

“তুমি এমন এক দীন উপস্থাপন করছ, নিশ্চয়ই আমি জানি, তা সৃষ্টির জন্য একটি সর্বোত্তম দীন।...যদি তিরস্কারের সম্মুখীন হবার বা কলুষিত হবার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে প্রকাশ্যে এ দীন গ্রহণকারী হিসেবে পেতে।”^{১৫}

বর্তমানে এ ধরনের কাফিরের সংখ্যাই প্রচুর, যারা ইসলামকে সত্য বলে জানা সত্ত্বেও কেবল বিদ্বেষবশত কিংবা স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে অথবা সামাজিকভাবে হয়ে প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আল্লাহর দীন ও শরিয়াতকে গ্রহণ করে নিতে পারছে না।

৪. **كفر النفاق** (কপটতামূলক কুফর) : মনে আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত দীনের প্রতি বিশ্বাস না থাকা; কিন্তু পার্থিব ভয় বা লোভের কারণে কথায় ও কাজে তাঁর ও তাঁর দীনের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রদর্শন করা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় মদীনায় এ ধরনের অনেক কাফির বিদ্যমান ছিল।

^{১৩} আল-কুরআন, ২৯ (সূরা আল-‘আনকাবূত) : ৬৮।

^{১৪} আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ৮৯।

^{১৫} ইবনু ইসহাক, সীরাতুননবী সা., পৃষ্ঠা-১৩৫; বাইহাকী, দালায়িলুন নুবুওয়াত, খ. ২, পৃষ্ঠা-৬৩, হা. নং ৪৯৫; ইবনু কাসির, আস-সীরাতুন নববিয়াহ, খ. ১, পৃষ্ঠা-৪৬৪।

সূরা বাকারার ৮ থেকে ২০ নং আয়াতসমূহে এ জাতীয় কাফির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরে আমরা এ প্রকারের কুফর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

কেউ কেউ কুফরের আরও চারটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো :

১. **كفر الشك** (সন্দেহজনিত কুফর) : অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীনের কোনো বিষয়ে সন্দেহ থাকা। বর্তমানে এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যারা না আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আবার না মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; বরং সন্দেহের আবর্তে ঘুরতে থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমান হলো কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। কাজেই দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়ে যদি কারও অন্তরে কিছু বিশ্বাস ও কিছু সন্দেহ থাকে বা অথবা দৃঢ় বিশ্বাসের পরিবর্তে দুর্বল ধারণা থাকে, তবে তাকেও কুফর বলে গণ্য করা হয়। পবিত্র কুরআনে একজন কাফির ও একজন মুমিনের আলাপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا -

“নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি ভাবতেই পারছি না, এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। অধিকন্তু, আমি এও মনে করি না যে, একদিন কিয়ামত হবে। (কিয়ামত যদি হয়ও) এবং আমাকে আমার রব্বের নিকট ফিরিয়েও নেওয়া হয়, তবে আমি অবশ্যই (সেখানে) এর চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু পাব। তদুত্তরে তার সাথিটি তাকে বলল, তুমি কি সত্যিই সেই মহান সত্তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রকতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ করেছেন?”^{১৬}

২. **كفر الإعراض** (অবজ্ঞাজনিত কুফর) : দ্বীন ও ঈমানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ না করা, নির্লিপ্ত থাকা। বর্তমানে এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যারা না দ্বীন ও ঈমানের কথা কান দিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে চায়, না মন দিয়ে বুঝতে চায়। তারা দ্বীন ও ঈমানের বিষয়গুলোকে নিরন্তর এড়িয়ে চলে; না এগুলো শেখার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ আছে, না মনে চলার প্রতি কোনো আগ্রহ আছে। দ্বীন ও ঈমানের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে এভাবে এড়িয়ে চলা কুফররূপে গণ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ -

“যারা কুফরী করে তাদেরকে যেসব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।”^{১৭}

^{১৬} আল-কুরআন, ১৮ (সূরা আল-কাহফ) : ৩৫-৭।

^{১৭} আল-কুরআন, ৪৬ (সূরা আল-আহকাফ) : ৩।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ-

“তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কেউ আছে, যাকে তার রব্বের আয়াতগুলোর সাহায্যে উপদেশ দেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আমি এসব পাপী থেকে প্রতিশোধ নেবই।”^{১৮}

৩. الاستهزاء (উপহাসজনিত কুফর) : দ্বীন ও ঈমানের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা, ব্যঙ্গ করা। মুসলিম সমাজেও এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত দ্বীন ও ঈমানের নানা বিষয় নিয়ে উপহাস করে থাকে। উল্লেখ্য, দ্বীন ও ঈমানের কোনো বিধান নিয়ে উপহাস করা বা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলাও কুফররূপে গণ্য। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে ইসলাম ও এর বিভিন্ন বিধানকে কটাক্ষ করে কথা বলা এবং পশ্চিমাদের সুরে আলিম ও ইমামগণ সম্পর্কে, সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য করা একশ্রেণির নামধারী মুসলিমদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কোনো মুসলিম ইসলাম ও মিল্লতকে কটাক্ষ করে কথা বললে, গালি দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। মদীনার মুনাফিকরা প্রায়ই তাদের আসরগুলোতে বসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদের নিয়ে হাসিতামাশা ও বিদ্রূপ করত। হাদীসে এ ধরনের লোকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।^{১৯} এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ..

“যদি তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করো, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশাই করেছি। আপনি তাদের বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ,

^{১৮} আল-কুরআন, ৩২ (সূরা আস-সিজদাহ) : ২২; আরও দ্র. ২০:১২৪-৬; ৪৩:৩৬-৩৮; ১৮:৫৭।

^{১৯} এ ধরনের একটি ঘটনা হলো—মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরায়ী (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে জনৈক মুনাফিক কুরআনের ক্বারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করত গিয়ে বলল—

مَا أَرَى قُرَاءَنَا هَؤُلَاءِ إِلَّا أَرْغَبْنَا بَطُونًا، وَأَكْذِبْنَا أَلْسِنَةً، وَأَجْبَنَّا عِنْدَ الْقَاءِ-

“আমরা আমাদের কুরআন পাঠকারী লোকদেরকে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভোজনবিলাসী, বড়ো মিথ্যাবাদী ও যুদ্ধের সময় বড়ো কাপুরুষরূপে দেখতে পাই।”

তার এ কথা শুনে জনৈক মুমিন বলল, “তুমি মিথ্যা বলছ! তুমি একজন মুনাফিক।” পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হলে লোকটি তাঁর কাছে এসে বলল, إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ —“হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শুধু হাসিঠাট্টা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন—

{أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} إِلَى قَوْلِهِ: {مُجْرِمِينَ}

“তাহলে তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?...” (ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃষ্ঠা-১৭১)

তাবুক যুদ্ধের সময় এভাবে মুনাফিকরা প্রায়ই বিদ্রূপ-পরিহাসের মাধ্যমে মুসলিম মুজাহিদদের হিম্মতহারা করার চেষ্টা করত। এ সময় অন্য এক আসরে বসে মুনাফিকরা আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের একজন বলল, “আরে, এ রোমানদেরকেও কি তোমরা আরবদের মতো মনে করছ? কালকে দেখে নিয়ো, যেসব বীর বাহাদুর লড়তে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।” অপর মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে বিপুলভাবে কর্মতৎপর দেখে বলল, “উনাকে দেখো, উনি রোম ও সিরিয়ার দুর্গ জয় করতে চলেছেন!” (ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃষ্ঠা-১৭১-২)

তাঁর রাসূল ও আয়াতগুলোকে নিয়েই উপহাস করেছ? ছলনা করো না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ।”^{২০}

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইসলাম ও তার কোনো বিধান এবং মুসলিম মিল্লতের শ্রদ্ধেয় আলিম ও ইমামগণকে কটাক্ষ করা কুফরীর নামান্তর।

৪. **كفر البغض** (বিদ্বেষপ্রসূত কুফর) : দ্বীন বা দ্বীনের কোনো বিষয়কে অপছন্দ করা, ঘৃণা করা। মুসলিম সমাজেও এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যাদের মনে দ্বীনের প্রতি কোনো অনুরাগ ও ভালোবাসা তো নেই; বরং তারা দ্বীনের অনেক বিষয়কেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না, এগুলোকে খারাপ জানে, ঘৃণা করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দ্বীনের কোনো কোনো বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনাও করে থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমান হলো দ্বীন ও দ্বীনের বিধিবিধানগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। উল্লেখ্য, দ্বীন ও দ্বীনের কোনো বিষয়কে অপছন্দ করা, মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে না পারা ঈমানের সুস্পষ্ট পরিপন্থি, কুফর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ-

“এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের কার্যাবলি নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন।”^{২১}

● তাকফীর (কাউকে কাফির বলে অভিযুক্ত করা)

উপর্যুক্ত কুফরের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট জানা যায় যে, মুসলিম সমাজে অনেক নামধারী মুসলিমের মধ্যেই এসব কুফর পাওয়া যায়। তারা নিজেদেরকে মুমিনরূপে জাহির করার পরেও অনায়াসে বিভিন্ন ধরনের কুফরের মধ্যে লিপ্ত হয়। সমাজে তাদের এসব কুফরী কার্যকলাপ স্পষ্ট হবার পরেও এদেরকে ‘কাফির’ ও ‘মুরতাদ’ আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, কোনো কাজকে কুফর বলা এবং কোনো ব্যক্তিকে কাফির ও মুরতাদ আখ্যা দেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। হতে পারে যে, কেউ বাহ্যত কুফরমূলক কোনো কাজ করল; কিন্তু সেই কাজ কুফর হবার ব্যাপারে তার অজ্ঞতা রয়েছে, কিংবা তার কাছে এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, অথবা তা কুফর হবার ব্যাপারে সন্দেহ বা অস্পষ্টতা রয়েছে, অথবা তা কুফর হবার ব্যাপারে বিশ্বস্ত ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, অথবা সে কোনো জোরজবরদস্তির শিকার। কাজেই কোনো মুসলিম যে যাবৎ না প্রকাশ্যে কোনো সুস্পষ্ট কুফরীতে^{২২} লিপ্ত হবে, তাকে কোনো পাপ কিংবা কোনো সন্দেহসূচক বা মতবিরোধপূর্ণ বিশ্বাস ও কর্মের কারণে কাফির আখ্যা দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।^{২৩} ফকীহগণের মতে—

^{২০} আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবা) : ৬৫-৬।

^{২১} আল-কুরআন, ৪৭ (সূরা মুহাম্মাদ) : ৯।

^{২২} যেমন আল্লাহ তা‘আলাকে অস্বীকার করা, রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাঁকে রাসূল ও সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস না করা এবং শরিয়াতের সর্বজনবিদিত ও অকাট্য কোনো বিধান (যেমন : নামাজ, রোজা, জাকাত...) অস্বীকার করা প্রভৃতি।

^{২৩} সাইয়িদুনা আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَنْ قَالٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُكْفِرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ...

إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهٌ تَوْجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَنْتَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَبِيلَ إِلَى الْوَجْهِ
الَّذِي يَنْتَعُ التَّكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالسُّلَمِ-

“কোনো বিষয়ে কাউকে কাফির বলার মতো বহু উপলক্ষ্য থাকলেও যদি তাতে এমন কোনো উপলক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় যে, যার ওপর ভিত্তি করে তাকে কাফির বলা যাবে না, তাহলে মুফতির জন্য উচিত হবে, মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করত সেই উপলক্ষ্যকেই গ্রহণ করা।”^{২৪}

ফকীহগণের এ কথার মর্ম হলো, ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি সাধারণত জেনেশুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারও কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনোরূপ ইসলামসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তা দূরবর্তী হলেও সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে ধরে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওজর আছে কি না তা জানতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। মুল্লা আলী আল কারী (রাহ.) বলেন—

“কোনো মুমিন যদি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় বা কথা বলে, যা কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা অনুসারে কুফর বা শিরকরূপে গণ্য, তবে তার কর্ম বা কথাকে অবশ্যই শিরক বা কুফর বলা হবে; তবে ব্যক্তিগতভাবে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বোঝা বা এ জাতীয় কোনো ওজর তার আছে কি না।”^{২৫}

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো মুসলিমকে কাফির বলতে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ-

“কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে ‘কাফির’ বলে সম্বোধন করলে তাদের দুজনের যেকোনো একজন তার সম্মুখীন হবে। যাকে কাফির ডাকা হয়েছে সে যদি বাস্তবিকই কাফির হয়,

“তিনটি বিষয় মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হলো—যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ঘোষণা দেবে, তাকে আক্রমণ না করা এবং তাকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলব না এবং কোনো আমলের কারণে ইসলাম থেকেও বের করে দেবো না।...” (আবু দাউদ, আস-সুনান, [কিতাবুল জিহাদ], হা. নং ২১৭০; হাদীসটি দুর্বল [সুযুতী, আল-জামি‘ উস সাগীর, খ. ১, ৩০৭, হা. নং ৩৪৩৪])

ফাতাওয়া তাতারখানিয়ায় বরাত দিয়ে ইবনু নুজাইম ও ইবনু ‘আবিদীন (রাহ.) প্রমুখ লেখেন যে—

لَا يَكْفُرُ بِالْمُخْتَلِ-

“কোনো সম্ভাবনাময় কাজের দ্বারা কেউ কাফির হবে না।”

(ইবনু নুজাইম, আল-বাহরর রা’য়িক, খ. ২, পৃষ্ঠা-২৬৮; খ. ১৩, পৃষ্ঠা-৪৮৮; ইবনু ‘আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ. ১৬, পৃষ্ঠা-২৫৬)

^{২৪} ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ. ১২, পৃষ্ঠা-৭৭; ইবনু নুজাইম, আল-বাহরর রা’য়িক, খ. ২, পৃষ্ঠা-২৬৮; খ. ১৩, পৃষ্ঠা-৪৮৮; ইবনু ‘আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ. ১৬, পৃষ্ঠা-২৫৬।

^{২৫} মুল্লা আলী আল কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা-২৫৭-২৬২।

তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়, তাহলে আহ্বানকারী নিজেই এ সম্বোধনের উপযোগী হবে।”^{২৬}

তিনি আরও বলেছেন—

وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ-

“যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের প্রতি কুফরীর অভিযোগ দিলো, সে প্রকারান্তরে যেন তাকে হত্যা করল।”^{২৭}

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَّرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَبَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشِيتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ-

“এক ব্যক্তি সারাজীবন সীমালঙ্ঘন করল। এরপর যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলল, যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন তোমরা আমাকে আগুনে পোড়াবে, এরপর আমাকে ভস্মীভূত করবে। অতঃপর বাতাসের মধ্যে আমার দেহের ভস্মীভূত ছাইগুলো সমুদ্রের মধ্যে উড়িয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! যদি আমার রব্ব আমাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন, তবে আমাকে এমন আজাব দেবেন, যে আজাব তিনি অন্য কাউকে দেননি। তার সন্তানরা তার ওসিয়ত অনুসারে কাজ করল। তখন আল্লাহ তা’আলা জমিনকে নির্দেশ দিলেন, তুমি যা গ্রহণ করেছ তা ফেরত দাও! এরপর তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। তখন তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ কেন করলে? লোকটি জবাব দেয়, হে আমার রব্ব! আপনার একান্ত ভয়ে। তখন তিনি তাঁকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।”^{২৮}

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ ব্যক্তিটি একটি প্রকাশ্য কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে। সে ধারণা করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমুদ্রে ছাড়িয়ে দিলে আল্লাহ তা’আলা তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না এবং শাস্তিও দিতে পারবেন না। বাহ্যত তার এরূপ ধারণা ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। এ কারণে আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রতি লোকটির নিখুঁত ভয়ের দিকে তাকিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। এ থেকে জানা যায় যে, একটি বিশ্বাস ও কর্ম সুনিশ্চিত কুফর হলেও উক্ত বিশ্বাস ও কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

^{২৬} বুখারী, আল-জামি, অধ্যায় : আদাব, হা. নং ৫৬৩৮, ৫৬৩৯; মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায় : ঈমান, হা. নং ১৯২।

^{২৭} বুখারী, আল-জামি, অধ্যায় : আদাব, হা. নং ৫৫৮৭, ৫৬৪০, অধ্যায় : আল আয়মান ওয়ান নুযূর, হা. নং ৬১৬১।

^{২৮} মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হা. নং ৪/৭১৫৭।

আমরা জানি যে, মদীনায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমাজে এমন অনেক চরম মুনাফিকও ছিল, নানা ঘটনায় যাদের কুফর ও নিফাক স্পষ্ট ধরা পড়েছিল; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ‘কাফির’ আখ্যা দিয়ে মুসলিম সমাজ থেকে বের করে দেননি; বরং যখনই তাদের কোনো কুফর ও নিফাক প্রকাশ পেত, তখন তিনি তাদের নিকট থেকে এর ব্যাখ্যা চাইতেন এবং তাদের সেই ব্যাখ্যা ও অজুহাত অনেক সময় মিথ্যা জানা সত্ত্বেও গ্রহণ করে নিতেন। এর পেছনে তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দান করা। অর্থাৎ তিনি চাইতেন, যদিও তারা প্রকৃতই কাফির; কিন্তু যেহেতু তারা মুমিন পরিচয় ধারণ করে মুমিনদের সাথে মিলেমিশেই থাকে এবং বাহ্যত মুমিনদের মতোই কার্যকলাপ করে, তাই মুসলিমদের সুহবতের সুবাদে তারা হয়তো একদিন সংশোধন হয়ে যাবে এবং প্রকৃত মুমিনে পরিণত হবে। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। এর আরও কয়েকটি কারণ থাকতে পারে, যা আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

দুই. নিফাকে আকবর (জঘন্যতর নিফাক)

● নিফাকে আকবরের পরিচয় ও হুকুম

‘নিফাক’-এর আভিধানিক অর্থ কপটতা; অন্তরে একরকম বিশ্বাস পোষণ করা এবং বাইরে এর বিপরীত প্রকাশ করা। বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাসির (রাহ.) বলেন—

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشر-

“নিফাক হলো (বাইরে) ভালো প্রকাশ করা আর (ভেতরে) মন্দ লুকিয়ে রাখা।”^{২৯}

শরিয়াতের পরিভাষায় এর অর্থ হলো, অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মুখে ঈমানের কথা বলা বা স্বীকার করা এবং লোকদেখানোর জন্য প্রকাশ্যে ইসলামের অনুশাসন ও বিধিবিধান মেনে চলা। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে শরিয়াতের পরিভাষায় ‘মুনাফিক’ বলা হয়।^{৩০} এ ধরনের নিফাককে ‘নিফাকে ইতিকাদী’ (বিশ্বাসগত নিফাক) বলে, যা বড়ো কুফররূপে গণ্য এবং এরূপ নিফাকধারী লোকেরা মূলত কাফিরই আর এ কারণে তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামি হবে। বিশিষ্ট মুফাসসির কাতাদাহ (রাহ.) মুনাফিকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

نعت المنافق عند كثير : خُنعُ الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله.

يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفأ

السفينة كلما هبت ريح هب معها-

^{২৯} ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৭৬।

^{৩০} আরবী ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, মুনাফিকের উক্ত চরিত্রের সাথে জারবু (jerboa-এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে বিচরণকারী ক্ষুদ্রাকৃতির ইঁদুরজাতীয় প্রাণীবিশেষ)-এর স্বভাবের সাদৃশ্য থাকার কারণে তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়। জারবু-এর গর্তে দুটি ছিদ্র থাকে। একটিকে বলা হয় النفاء আর অপরটিকে বলা হয় الفاصعاء। সে সাধারণত বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে গর্তের একটি প্রান্তকে খনন করে ওপরের স্তরের মাটিকে এভাবে হালকা করে ফেলে যে, যখন সে কোনো বিপদ দেখতে পায়, তখন সে মাথা দিয়ে ওই মাটি সরিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবে তার গর্তের বহির্গমনের ছিদ্রের বাইরের দিকটি সাধারণত মাটিরূপে দৃশ্যমান হয়, তবে তার ভেতরেই থাকে গর্ত। অনুরূপভাবে মুনাফিকের বাইরের চরিত্র হলো ঈমান, আর ভেতরের চরিত্র হলো কুফর। (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৯৫)

“অনেকের দৃষ্টিতে মুনাফিকের পরিচয় হলো : সে হয় নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। মুখে সে একটা স্বীকার করে; কিন্তু অন্তরে তা অস্বীকার করে এবং কাজ করে ঠিক উলটো। তার সকাল-বিকাল পরস্পর বিপরীত। অর্থাৎ সে সকালে একরূপ ধারণ করলে বিকালে অন্যরূপ ধারণ করে। অনুরূপ বিকালে একরূপ ধারণ করলে সকালে অন্যরূপ ধারণ করে। বস্তুত সে নৌকার মতোই নড়নড়ে, যা বাতাসের ঝাপটায় কখনো এদিকে ঝুঁকে পড়ে, কখনো ওদিকে ঝুঁকে পড়ে।”^{৩১}

পবিত্র কুরআনের অনেক সূরায় শতাধিক আয়াতে এ মুনাফিক শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখসহ তাদের পরিচয় ও স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে, এমনকি তাদের নামে একটি পৃথক সূরাও রয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هُوَ لَا إِلَى هُوَ لَا-

“এরা এর (অর্থাৎ কুফর ও ঈমানের) মাঝখানে দোদুল্যমান, এরা না সম্পূর্ণরূপে এদের (অর্থাৎ মুসলিমদের) দিকে, না ওদের (অর্থাৎ কাফিরদের) দিকে।”^{৩২}

কোনো কোনো আয়াতে মুসলমানদের জন্য কাফিরদের তুলনায় এদেরকে অধিক বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে! কারণ, এরা একদিকে বাহ্যত ইসলামের কাজ করে মুসলিম সমাজকে প্রতারিত করে এবং মুসলমানদের কাছ থেকে আইনগত, আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অপরদিকে তারা শত্রুর গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে এবং মুসলমানদের গোপন বিষয়ের ব্যাপারে শত্রুদের অবহিত করে। প্রকাশ্য শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ; কিন্তু গোপন শত্রুর চক্রান্ত থেকে বাঁচা খুবই দুষ্কর। এই মুনাফিকগোষ্ঠীর দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বর্তমানেও এ জাতীয় মুনাফিকরাই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এরা ইসলামের প্রতি চরম বিদেষী এবং কাফিরদের চেয়েও জঘন্য। এ কারণে জাহান্নামে তাদের শাস্তিও হবে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ-

“নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।”^{৩৩}

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক যুগেই এ ধরনের ধর্মবিদেষী মুনাফিকের সংখ্যা কম নয়। ইমাম মালিক (রাহ.) বলেন—

المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم-

“রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের মুনাফিক হলো বর্তমান যুগের যিন্দীক (ধর্মবিদেষী)।”^{৩৪} অর্থাৎ মুসলিম নামধারী ধর্মবিদেষী লোকেরাই বর্তমান যুগের মুনাফিক।

মুনাফিক দুই শ্রেণির হতে পারে

^{৩১} ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৭৮।

^{৩২} আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১৪৩।

^{৩৩} আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১৪৫।

^{৩৪} ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৮০।

এক. মূলগত মুনাফিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে ইসলামই গ্রহণ করেনি। অনেক মানুষ আছে, যারা দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন ও স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেকে মুসলিম বলে জাহির করে; মূলত সে শুরু থেকেই সত্যিকারভাবে ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেনি। এ জাতীয় লোকেরা শুরু থেকেই একজন খাঁটি মুনাফিক, যদিও সে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে বা সমাজে মুসলিম পরিচয়ে বসবাস করে।

আমাদের সমাজে এমন অনেক লোকও আছে, যারা দুনিয়ার কোনো সুবিধা, যা মুসলিম থাকলে লাভ করত, তা হতে বঞ্চিত হবে—এ আশঙ্কায় তারা ইসলাম ত্যাগকে গোপন রাখে এবং মুসলিম সমাজে মুসলমানের নামে বসবাস করে। তারা প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দেয় না। তারা যখনই কোনো সুযোগ পায়, তখন ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এবং বিদ্বেষ ছড়ায়। এ ধরনের মুনাফিক আমাদের মুসলিম সমাজে অনেক রয়েছে। তারা হুঁদুরের মতো মুসলমানদের সমাজে আত্মগোপন করে আছে। যখনই সুযোগ পায় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করতে কার্পণ্য করে না। সব সময় তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তি যখন মুসলিম পরিচয়ে কোনো মুসলিম সমাজে বসবাস করে, তারপর যখন সে ইসলাম ত্যাগ করে, তাকে অবশ্যই দুর্নামের ভাগী হতে হবে এবং সামাজিক মর্যাদা হারাতে হবে। এ কথা সকলেই বোঝে। আমাদের সমাজে এ ধরনের মুনাফিকদের সংখ্যা প্রচুর, যারা বাস্তবে ইসলামের অনুশাসনে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না। কিন্তু তারা সমাজে নিজেদের মুসলিম বলে প্রকাশ করে এবং মুসলিম হওয়ার সুবিধাও ভোগ করে, অপরদিকে বিজাতিদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের থেকেও সুবিধা নেয়। তারা ইসলামের শত্রুদের দালালি করে। মুসলিম সমাজে বসবাস করে মুসলিমদের কীভাবে ক্ষতি করবে—এ চিন্তায় সর্বদা তারা বিভোর থাকে।

দুই. ঘটনাচক্রে মুনাফিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান আনয়ন করেছিল; কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ ও মুসিবত, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকে, তাতে সে সফলকাম হতে পারেনি এবং ঈমানের ওপর অটল থাকতে পারেনি। ফলে তার অন্তরে ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমে বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে সে প্রকৃত ঈমান ও ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়।

● নিফাকে আকবরের নানা নিদর্শন ও মুনাফিকদের চরিত্র

নিদর্শনসমূহ

নিফাকে আকবরের নানা প্রকাশ ও নিদর্শন রয়েছে। যেমন :

- রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা;
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাঁকে ঘৃণা করা;
- (যথার্থ পদ্ধতিতে সুপ্রমাণিত) ইসলামের কোনো শিক্ষা ও বিধানকে অস্বীকার করা;
- ইসলামের কোনো শিক্ষা ও বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, একে অপছন্দ করা;
- দীন ও মিল্লতের বিপদ ও ক্ষতিতে খুশি হওয়া^{৩৫};

^{৩৫} মুনাফিকদের একরূপ অবাস্তব মনোবৃত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

- ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় অপছন্দ করা^{৩৬}।

উল্লেখ্য যে, কুফরে আকবরের প্রকারভেদের আলোচনায় নিফাকে আকবরের প্রথম চারটি প্রকাশ ও নিদর্শন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মুনাফিকদের চরিত্র

কুরআন ও হাদীসে মুনাফিকদের বহু চরিত্র ও স্বভাবের বিবরণ এসেছে। সূরা তুল বাকারার ৮ থেকে ১৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহে মুনাফিকদের চরিত্রের ১০টি বীভৎস দিক ফুটে উঠেছে। এগুলো হলো মিথ্যাচার; মুসলিমদের সাথে প্রতারণা; ইসলাম ও মুমিনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র; নির্বুদ্ধিতা; দীন ও এর শিক্ষা নিয়ে উপহাস করা; জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস; অজ্ঞতা; চিত্তাগত ভ্রান্তি; দোদুল্যমানতা; মুমিনদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। নিম্নে তাদের আরও কিছু চরিত্রের কথা তুলে ধরা হলো :

- সহজেই কুফরী ও অশীল বাক্য উচ্চারণ করা^{৩৭};
- কুরআন বোঝা ও ইসলামি জ্ঞানার্জনের প্রতি অনীহা^{৩৮};
- মুসলিম সমাজের পবিত্রতা নিয়ে সংশয় তৈরি করা^{৩৯};

إِنْ تَسْتَكْبِرُوا تَسْأَلُهُمْ وَإِنْ تُصِيبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِيبُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ-

“(তাদের অবস্থা হচ্ছে,) তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে। (এ প্রতিকূল অবস্থায়) যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করতে পারো এবং নিজেরা সতর্ক হয়ে চলতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।” (আল-কুরআন, ৩ [সূরা আলে ইমরান] : ১২০)

^{৩৬} মুনাফিকদের এরূপ বীভৎস মনোভাব প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেন—

لَقَدْ ابْتِغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ-

“এরা এর আগেও (তোমাদের মাঝে) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তোমাদের পরিকল্পনাগুলো পালটে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। শেষ পর্যন্ত হক এসে গেল এবং আল্লাহ তা’আলার সিদ্ধান্তই বিজয়ী হলো, যদিও তারা (হচ্ছে এ বিজয়) অপছন্দকারী।” (আল-কুরআন, ৯ [সূরা তাওবা] : ৪৮)

^{৩৭} মুনাফিকদের এরূপ গর্হিত স্বভাব প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেন—

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا...

“এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, (কুফরী কথা) এরা বলেনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পরই কুফরী করেছে। এরা এমন কাজের সংকল্প করেছিল, যা তারা করতেই পারেনি।...” (আল-কুরআন, ৯ [সূরা তাওবা] : ৭৪)

^{৩৮} মুনাফিকদের এরূপ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেন—

وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةٍ حَجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخَذَهُ وَلَوْ أَعْلَى أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا-

“(হে নবী,) যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আপনার ও যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে না, তাদের মাঝে আমি একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা এঁটে দিই। আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ রেখে দিই, তাদের কানে (এনে) দিই বধিরতা, যাতে করে তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে। (তাই আপনি দেখবেন) যখন আপনি কুরআনে আপনার রব্বকে স্মরণ করেন, তখন তারা ঘৃণাভরে (আপনার কাছ থেকে) সরে পড়ে।” (আল-কুরআন, ১৭ [সূরা আল-ইসরা] : ৪৫-৪৬)

^{৩৯} আল্লাহ তা’আলা বলেন—

وَدُّوا لَوْ تُكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً-

- মানবরচিত বিধানানুসারে ফয়সালা কামনা করা^{৪০};
- মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা^{৪১};
- মুসলিমদের সম্পর্কে প্রোপাগান্ডা চালানো^{৪২};
- কাফিরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করা^{৪৩};

“তারা তো এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরী করো।” (আল-কুরআন, ৪ [সূরা আন-নিসা] : ৮৯)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অন্তরে ইসলাম ও এর শিক্ষার প্রতি কোনো অনুরাগ থাকে না। এ কারণে তারা বরাবরই ইসলামের শিক্ষা ও এর বিভিন্ন বিধান এবং মুমিনদের চরিত্র নিয়ে নানা সংশয় তৈরি করে থাকে। তারা কামনা করে, অন্য মুমিনরাও তাদের মতো কুফরে জড়িত হোক।

^{৪০} এ ধরনের মুনাফিকরা যে মুমিন নয়—এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা শপথ করে বলেন—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا-

“না, তোমার রব্বের শপথ! এরা কিছুতেই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় আপনাকে বিচারক মেনে নেবে, অতঃপর আপনি যা ফয়সালা করবেন—সেই ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না; বরং আপনার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।” (আল-কুরআন, ৪ [সূরা আন-নিসা] : ৬৫)

^{৪১} মুনাফিকদের এরূপ জঘন্য চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تُعْقِلُونَ. هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأُتُمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بَعْضُكُمْ لِبِذَاتِ الضُّدِّ-

“হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনোই নিজেদের লোক ব্যতীত অপর কাউকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। কেননা, এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না। তারা তো তোমাদের ক্ষতিই কামনা করে। তাদের হিংসা-বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকেই (এখন) প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্যই তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা-বিদ্বেষ বাইরের অবস্থার চেয়েও মারাত্মক। আমি সব ধরনের নিদর্শনই তোমাদের উদ্দেশে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, যদি সত্যিই তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি থাকে। এরা হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের তোমরা ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না। তোমরা তো সব কটি কিতাবের ওপরও ঈমান আনো (আর তারা তো তোমাদের কিতাবকেই বিশ্বাস করে না)। এ (মুনাফিক) লোকগুলো যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন একান্তে (নিজেদের লোকদের কাছে) চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বর্ষবতী হয়ে এরা তোমাদের (সাফল্যের) ওপর (নিজেদের) আঙুল কামড়াতে শুরু করে। আপনি তাদের বলুন, নিজের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই (পুড়ে) মরো। অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা (এ মুনাফিকদের) মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় (চক্রান্তমূলক) বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।” (আল-কুরআন, ৩ [সূরা আলে ইমরান] : ১১৮-১২০)

^{৪২} মুনাফিকদের এরূপ নোংরা কার্যকলাপ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتِكُمُوسًا تَقْتِيلًا-

“মুনাফিকরা, যাদের অন্তরে কুফরীর ব্যাধি রয়েছে ও যারা মদীনায় (ইসলাম ও মুমিনদের সম্পর্কে) গুজব রটনা করে বেড়ায়, তারা যদি (তাদের নোংরা কার্যকলাপ থেকে) বিরত না হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে তাদের ওপর প্রবল করে (বসিয়ে) দেবো, অতঃপর এরা সেখানে আপনার প্রতিবেশী হিসেবে সামান্য কিছুদিনই থাকতে পারবে; থাকবে অভিশপ্ত হয়ে। অতঃপর তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং (বিশ্বাসঘাতকতার জন্য) তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।” (আল-কুরআন, ৩৩ [সূরা আল-আহযাব] : ৬০-৬১)

^{৪৩} মুনাফিকদের এরূপ কপট চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

بَشِيرِ الْمُتَنَفِّقِينَ بِأَنَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنِئْتَهُونَ الْعُرَّةُ فَإِنَّ الْعُرَّةَ لَلْحَبِيعَةِ-

“(হে নবী,) আপনি মুনাফিকদের সংবাদ দিন, তাদের জন্য মর্মস্ফুদ শাস্তি রয়েছে, যারা (দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য) মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা (কি এর দ্বারা) এদের কাছ থেকে কোনো ধরনের মান-সম্মান

- অন্যায় কাজের আদেশ দেওয়া ও সৎকাজে বাধা প্রদান করা^{৪৪};
- আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার প্রতি প্রবল লোভ ও আসক্তি^{৪৫};
- বিলাসব্যসন ও প্রদর্শনের প্রতি প্রবল ইচ্ছা^{৪৬};
- কথায় কথায় শপথ করা, অতঃপর ভঙ্গ করা^{৪৭};
- জিহাদকে ভয় করা এবং জিহাদ থেকে নানা অজুহাতে বিরত থাকা^{৪৮};
- মৃত্যু ও শাহাদাতকে ভয় করা^{৪৯};

বা প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রত্যাশা করে? অথচ সবটুকু মানসম্মান বা প্রভাব-প্রতিপত্তি তো আল্লাহ তা'আলার জন্যই।” (আল-কুরআন, ৪ [সূরা আল-নিসা] : ১৩৮-৯)

^{৪৪} মুনাফিকদের এরূপ ঘৃণ্য চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ-

“মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী—এরা (স্বভাব-চরিত্রে) একে অপরের মতোই। তারা (সকলেই) অসৎকাজের আদেশ দেয় এবং সৎকাজ থেকে বারণ করে, আর (আল্লাহর পথে খরচ করা থেকে) নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা (যেমন এ দুনিয়ায়) আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে, তিনিও (তেমনি আখিরাতে) তাদের ভুলে যাবেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা সকলেই পাপিষ্ঠ।” (আল-কুরআন, ৯ [সূরা তাওবা] : ৬৭)

^{৪৫} মুনাফিকদের এরূপ স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ..

“(হে নবী, এতে) যদি আশু কোনো (পার্থিব) লাভ থাকত কিংবা (তাদের এ সফর) সহজ-সুগম হতো, তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) আপনার পেছনে পেছনে যেত।” (আল-কুরআন, ৯ [সূরা তাওবা] : ৪২)

^{৪৬} মুনাফিকদের সকল কাজের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করা, দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভ ও খ্যাতি অর্জন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের এরূপ কুনোবৃত্তি ও চরিত্রের প্রতি সতর্ক করে বলেন—

وَلَا تُغْنِ عَنْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا وُلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ-

“ওদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে কখনো বিমুগ্ধ করতে না পারে। (মূলত) আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু দিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনে (নানা ধরনের) শাস্তি দিতে চান এবং তাদের প্রাণ (এমন এক অবস্থায়) বের হবে, যখন তারা (পুরোপুরিই) কাফির থাকবে।” (আল-কুরআন, ৯ [সূরা তাওবা] : ৮৫)

^{৪৭} মুনাফিকদের এমন চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

“(হে নবী,) এ (মুনাফিক) লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে (আমরা তোমাদের এতই অনুগত), আপনি যদি আদেশ করেন, তাহলে আমরা (ঘরবাড়ি ছেড়ে) অবশ্যই আপনার সাথে বেরিয়ে যাব। (হে নবী,) আপনি বলুন, তোমরা কসম করো না। (তোমাদের) আনুগত্য (আমাদের তো) জানাই আছে। অধিকন্তু, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা'আলা তা ভালো করেই জানেন।” (আল-কুরআন, ২৪ [সূরা আন-নূর] : ৫৩)

^{৪৮} মুনাফিকদের এ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَذِّبِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ..

“আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যকার সে (মুনাফিক) লোকদের চেনেন, যারা (অন্যদেরকে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করা থেকে) বাধা দেয় এবং তাদের ভাই-বন্ধুদের বলে, তোমরা আমাদের কাছে এসে যাও। (আসলে) ওদের অল্পসংখ্যক লোকই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। (যে কজন এসেছে তারাও) তোমাদের (বিজয়ের) ওপর কুণ্ঠিত থাকে।” (আল-কুরআন, ৩৩ [সূরা আল-আহযাব] : ১৮)

^{৪৯} মুনাফিকদের এ মনোবৃত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ-

“(এরা হচ্ছে সেসব মুনাফিক) যারা (যুদ্ধে শরীক না হয়ে ঘরে) বসে থাকল (এবং) ভাইদের সম্পর্কে বলল, তারা যদি (তাদের মতো ঘরে বসে থাকত এবং) তাদের কথা শুনত, তাহলে তারা (আজ এভাবে) মারা পড়ত না। (হে নবী,) আপনি (এ

- তাকদীরের ওপর ঈমান না থাকা, বিপদে ভেঙে পড়া^{৫০};
- আল্লাহ প্রদত্ত রিয়কের ওপর সন্তুষ্ট না থাকা^{৫১};
- আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও শপথ ভঙ্গ করা^{৫২};
- সময়মতো সালাত আদায় ও জামাআতে উপস্থিতির ক্ষেত্রে অলসতা^{৫৩};
- আমল ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার রহমতের ওপর একান্ত ভরসা করা^{৫৪};

মুনাফিকদের) বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে থেকে মৃত্যু সরিয়ে দাও।” (আল-কুরআন, ৩ [সূরা আলে ইমরান] : ১৬৮)

^{৫০} মুনাফিকদের মধ্যে অনেকেই একটা সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। কিন্তু যখনই তারা কোনো পরীক্ষার বা বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন ভেঙে পড়ে, মোড় পরিবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ-

“মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে, ঈমানের (একান্ত) প্রাপ্ত সীমার ওপর (থেকে) আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। যদি (এতে) তাদের কোনো (পার্থিব) উপকার হয়, তাহলে সে (ঈমানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হয়ে যায়; কিন্তু যদি কোনো দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে পেয়ে বসে, তাহলে তাদের মুখ পুনরায় (কুফরীর দিকেই) ফিরে যায়। (এভাবে) সে দুনিয়াও হারায় এবং আখিরাতও হারায়। আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট ক্ষতি!” (আল-কুরআন, ২২ [সূরা আল-হজ্জ] : ১১) আরও দ্র. ৮৯ (সূরা আল-ফাজর) : ১৬; ২৯ (সূরা আনকাবূত) : ১০।

^{৫১} মুনাফিকদের এরূপ মনোবৃত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ-

“এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা (বিশেষ) অনুদানের (ভাগ-বন্টনের) ব্যাপারে আপনার ওপর দোষারোপ করে; (কিন্তু) সে অংশ থেকে যদি তাদের দেওয়া হয়, তাহলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আবার তাদের যদি তা থেকে কিছু দেওয়া না হয় তাহলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।” (আল-কুরআন, ৯ [সূরা আত-তাওবা] : ৫৮)

^{৫২} মুনাফিকদের এরূপ চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ-

“ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই দান করব এবং অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনসম্পদ দান করলেন, তখন তারা (দানের বদলে) কার্পণ্য (করতে শুরু) করল এবং (আল্লাহ তা'আলাকে দেওয়া ওয়াদা থেকে) তারা (গোড়ামির সাথেই) ফিরে এলো। অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এটা এ কারণে যে, এরা আল্লাহ তা'আলার সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা ভঙ্গ করেছে এবং এরা মিথ্যাচার করেছে।” (আল-কুরআন, ৯ [সূরা তাওবা] : ৭৫-৭৭)

^{৫৩} রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُتَأَفِّقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-

“মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কষ্টকর সালাত হলো সালাতুল ইশা ও সালাতুল ফাজর। যদি তারা জানত যে, এ দুটি সালাতে কী পরিমাণ মর্যাদা রয়েছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুটি সালাতে চলে আসত।...” (আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. নং ৯৪৮৬)

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজের জামাআতে উপস্থিত হবার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন—

...وَلَقَدْ رَأَيْتَنَّا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُتَأَفِّقٌ مَّعْلُومٌ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتِي بِهِ يَهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّغْرِ-

“...আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে জামাআত সহকারে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে না; তবে কুখ্যাত মুনাফিকদের কথা ভিন্ন। (তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে অগ্রহের কমতি রয়েছে। অথচ) কোনো কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকেও দুজন ব্যক্তির ওপর ভর করে হেঁটে হেঁটে মসজিদের নিয়ে আসা হয় এবং তাঁকে কাতারে দাঁড় করানো হয়।” (মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায় : সালাত, হা. নং ৪৫/১৫২০)

- ইস্তিগফার ও তাওবার প্রতি অনীহা^{৫৫};
- দু'আ ও যিকরের প্রতি কম গুরুত্বারোপ^{৫৬}।

আমি আমার প্রকাশিতব্য মুনাফিকের স্বরূপ সন্ধানে বইতে নিফাকের স্বরূপ ও মুনাফিকদের বিভিন্ন চরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

● মুনাফিকদের কাফির ফাতওয়া দান প্রসঙ্গ

মুসলিম সমাজে অনেক নামধারী মুসলিমের মধ্যেই নিফাকের এসব নিদর্শন পাওয়া যায় এবং নানাভাবে এসব নিদর্শনের প্রকাশ ঘটে। তারা মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে মুসলিম পরিচয়ে বসবাস করার পরেও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে কটুক্তি করে। সমাজে তাদের এসব নিফাকী কার্যকলাপ স্পষ্ট হবার পরেও এদেরকে ‘কাফির ও মুরতাদ’ আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো মুসলিম যে যাবৎ না প্রকাশ্যে কোনো সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হবে, তাকে কোনো পাপ কিংবা কোনো সন্দেহসূচক বা মতবিরোধপূর্ণ বিশ্বাস ও কর্মের কারণে কাফির আখ্যা দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বহু মুনাফিককে চিনতেন এবং জানতেন।^{৫৭} এতৎসত্ত্বেও দ্বীন ও মিল্লতের বিরুদ্ধে গোপন

^{৫৪} আল্লাহ তা'আলা বলেন—

..وَلَيَكُنَّكُمْ فَتَنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَإِزْتَبْتُكُمْ وَالْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ.

“...তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা (সব সময় সুযোগের) প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পৌঁছেছে। এসবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণিত করেছে।” (আল-কুরআন, ৫৭ [সূরা আল-হাদীদ] : ১৪)

হাদীসে যারা প্রবৃত্তির মর্জিমতো চলে, আর সেইসাথে আল্লাহর অপার রহমতের আশা লালন করে, তাদেরকে الْعَاجِزُ (অবিবেচক) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, اللَّهُ عَلَى اللَّهِ .. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. (সা.) বলেন, “...আর অবিবেচক হলো সেই ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে চলে এবং সেইসাথে আল্লাহর রহমতের আশা লালন করে।” (তিরমিযী, আস-সুনান, হা. নং ২৪৫৯; ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান।)

^{৫৫} মুনাফিকদের চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا أَعْنَؤُوهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.

“এদের যখন বলা হয়, তোমরা আসো (আল্লাহর রাসূলের কাছে), তাহলে আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন এরা (অবজ্ঞাভরে) মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি (এও) দেখতে পাবে যে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে।” (আল-কুরআন, ৬৩ [সূরা আল-মুনাফিকুন] : ৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

..إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ/الْمُنَافِقَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ..

“পাপ সম্পর্কে মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সে যেন একটি পাহাড়ের পাদদেশে বসা আছে আর সে এ অবস্থায় আশঙ্কা করছে যে, পাহাড়টি তার ওপর ভেঙে পড়বে। পক্ষান্তরে একজন পাপিষ্ঠ/ মুনাফিক পাপগুলোকে মনে করে যে, একটি মাছি তার নাকের ডগার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে।” (বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায় : দাওয়াত, হা. নং ৪/৫৯৪৯; বাযযার, আল-মুসনাদ, হা. নং ১৪৭২)

^{৫৬} মুনাফিকদের অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

“(আসলে) শয়তান এদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে। শয়তান এদেরকে আল্লাহর যিকর ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা হচ্ছে শয়তানের দল। (হে রাসূল,) আপনি জেনে রাখুন, শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য।” (আল-কুরআন, ৫৮ [সূরা আল-মুজাদালাহ] : ১৯)

^{৫৭} ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৮০।

ষড়যন্ত্রের অপরাধে তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তিও দেননি এবং হত্যাও করেননি; বরং তাদের সাথে তিনি উদারভাবে সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। উপরন্তু, তিনি তাদের কারও কারও মৃত্যুর পর তার জানাযার নামাজ পড়ান এবং তার দাফনে শরীক হন।^{৫৮} এর প্রধান প্রধান কারণ হলো—

ক. ইসলাম সম্পর্কে জনমনের বিভ্রান্তি দূর করা এবং ইসলামের প্রতি লোকদের আকর্ষণ ধরে রাখা। সাইয়িদুনা জাবির ইবনু আবদিগ্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার সাইয়িদুনা উমর (রা.) মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের একটি জঘন্য মন্তব্য সম্পর্কে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি উমর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন—

دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

“তাকে ছেড়ে দাও! লোকেরা যাতে এ কথা বলে বেড়াতে না পারে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করছেন।”^{৫৯}

এ কথার মর্ম হলো—মদিনার আশেপাশের মরুচারী বেদুইন ও সর্বসাধারণ এ কথা বুঝতে চাইবে না যে, মুনাফিকদেরকে তাদের অন্তরের কুফরী ও নিফাকের জন্য হত্যা করা হয়েছে। তারা

^{৫৮} কোনো কোনো রিওয়াযাত থেকে জানা যায় যে, সাইয়িদুনা উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ কাজের ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِنِّي خِيَرْتُ فَأَخَذْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنِّي زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا

“আমাকে এ কাজের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাই আমি এটি ইখতিয়ার করেছি। যদি আমি জানতে পারতাম যে, সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তাহলে অবশ্যই আমি তা-ই করতাম।” (বুখারী, প্রাগুক্ত, হা. নং ১৩০০, ৪৩৯৪)

^{৫৯} বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায় : আত-তায়সীর, সূরা আল-মুনাফিকুন, হা. নং ৪৬২২, ৪৬২৪; মুসলিম, আস-সাহীহ, হা. নং ৬৭৪৮।

পুরো ঘটনাটি হলো—জাবির ইবনু আবদিগ্লাহ (রা.) বলেন—

كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَأَنْصَارٍ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَهَا اللَّهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا هَذَا). فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَأَنْصَارٍ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَنْتَنَةٌ). قَالَ جَابِرٌ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْقَدٍ فَعَلُوا وَاللَّهِ لَنُرجِعَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذْلَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دَعِهِ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ) -

“এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। এ সময় জনৈক মুহাজির এক আনসারির নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারি ব্যক্তিটি ‘হে আনসারি ভাইগণ!’ বলে সাহায্যপ্রার্থনা করলেন, আর মুহাজির সাহাবিও ‘হে মুহাজির ভাইগণ!’ বলে সাহায্যপ্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা শুনে বললেন, কী খবর! আইয়ামে জাহিলিয়াতের মতো ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক মুহাজির এক আনসারির নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এরূপ ডাকাডাকি ছেড়ে দাও। এটি অত্যন্ত গন্ধময় কথা। এরপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের কানে পৌঁছাল। সে বলল, ‘আচ্ছা! মুহাজিররা কি এ কাজ করেছে? আল্লাহর কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখানে অধিকতর শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।’ তার এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছাল। তখন উমর (রা.) ওঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এফুনি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি।’ রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘তাকে ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন।’”

কেবল বাহ্যিক অবস্থাটাই দেখবে। সুতরাং যখন তাদের মধ্যে এ সংবাদ প্রচার হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের সাথীদেরকে হত্যা করেছেন, তখন তারা ভয়ে হয়তো ইসলাম গ্রহণ থেকেও বিরত থাকবে। ঠিক যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুওয়াল্লাফাতুল কুলূবকেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অর্থসম্পদ দান করতেন, যদিও তিনি তাদের কুফর ও ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

খ. কারও মতে, এর কারণ হলো—রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যতীত অপর কেউ তাদের গোপন কূটচাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন। যেহেতু তিনি ব্যতীত অপর কেউ তাদের কূটচাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তাই তিনি তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তিও দেননি, হত্যাও করেননি, যাতে উন্মত এ কথা জানতে পারে যে, বিচারক নিজের অবগতির ওপর ভিত্তি করে কোনো ফয়সালা দিতে পারেন না। উল্লেখ্য যে, আলিমগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বিচারকের জন্য কেবল নিজের অবগতির ওপর ভিত্তি করে কাউকে হত্যা করা জাযিয় নয়। ইমাম মালিক (রাহ.) থেকে এরূপ অভিমত বর্ণিত আছে।

গ. ইমাম শাফিঈ (রাহ.) এ প্রসঙ্গে অপর একটি কারণও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুনাফিকরা বাহ্যত নিজেদের ঈমানের কথা প্রকাশ করত বলেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে শাস্তি দান ও হত্যা করা থেকে বিরত ছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে, তাদের অন্তরের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের এ প্রকাশ্য দাবিই হত্যা থেকে তাদেরকে রক্ষা করত। তাঁর এ কথার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَبُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ-

“আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। যখন তারা এটা বলবে, তখন তাদের জান ও মাল আমার কবল থেকে সুরক্ষিত হয়ে গেল; তবে অন্যায় কিছু করলে এর দায়ভার তাদের ওপর বর্তাবে। আর এরূপ লোকদের হিসাব আল্লাহ তা‘আলার ওপর ন্যস্ত থাকবে।”^{৬০}

এ কথার উদ্দেশ্য হলো, এ কালিমা উচ্চারণের সাথে সাথে তাদের ওপর ইসলামের প্রকাশ্য বিধিবিধান কার্যকর হবে। যদি তাদের অন্তরের বিশ্বাসও মুখের কথার অনুরূপ হয়, তবে তা আখিরাতে তাদের মুক্তির উপলক্ষ্য হবে, নতুবা এ ঈমান সেখানে কোনো উপকারে আসবে না। কিন্তু দুনিয়ায় অন্যান্য মুমিনের মতো ইসলামি আইনই তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

ঘ. কারও কারও মতে, তাদেরকে হত্যা না করার কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমলে তাদের ষড়যন্ত্র ও দুরাচার মারাত্মক ধরনের ক্ষতিকর ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা ওহীর সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করতেন। ফলে তারা দীন ও মিল্লতের মারাত্মক কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের মুনাফিকরা দীন ও

মিল্লতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে—কি জাহিল কি আলিম— আমরা আজ কেউ নিরাপদ নই।^{৬১}

উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগের যিন্দীকরাই (ধর্মবিদ্বেষী) হলো জঘন্য মুনাফিক^{৬২}, যারা প্রকাশ্যে নানা কুফরীতে লিপ্ত, তাদেরকে তাদের কুফর এবং ইসলাম ও মিল্লতের বিরুদ্ধে কূটচালার কারণে হত্যা করা যাবে কি না এবং তাদেরকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে কি না—প্রভৃতি ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার প্রণীত *ইসলামের শাস্তি আইন*।

^{৬১} কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৯৮; ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০।

^{৬২} ইবনু কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৮০।